দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 16.10.78

পৃষ্ঠা ...

054

প্রাইমারী শিক্ষকদের প্রভিডেন্ট ফান্ড

নারায়নগঞ্জ সাব-ট্রেজারী অফিসের অধীন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের প্রাপ্য টাকা থেকে প্রায় ১৩ মাস যাবৎ প্রভিডেন্ট ফান্ডের নামে প্রতি মাসে প্রচুর পরিমাণ টাকা কর্তন করে বিল প্রদান করা হচ্ছে। কর্তনকৃত টাকা কোন শিক্ষক বা শিক্ষা অফিসারের নামে জমা হচ্ছে বার বার চেষ্টা তদবির করার পরও এ এলাকার শিক্ষক শিক্ষিকারা তা জানতে পারেননি। অথচ উল্লিখিত ১৩ মাসের বহু আগে যথারীতি প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রয়োজনীয় ফরম পূরণ করে থানা শিক্ষা অফিসার সাহেবের মাধ্যমে এজিবি অফিসে দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু আজও শিক্ষক প্রতি এর একাউন্ট নম্বর পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য যে দেশের সব মহকুমার ট্রেজারী অফিসার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের টাকা থেকে প্রভিডেন্টের নামে কেন টাকা কর্তন করেন না। অথচ ইতিমধ্যে বহু শিক্ষক জেলা পরিবর্তন করে অন্য জেলায় বদলী হয়ে গিয়েছে। বদলীকৃত শিক্ষকদের বেতন থেকে প্রভিডেন্ট ফান্ডের নামে যে টাকা কর্তন করা হয়েছে—এর লিখিত হিসাব থানা শিক্ষা অফিসার বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা অফিস থেকে সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে এই জমাকৃত টাকার অংশ বাদ দিয়ে তাদের অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হতে হয়। এ সময়ের মধ্যে যেসব প্রাথমিক শিক্ষক চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ বা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের ক্ষেত্রেও প্রভিডেন্টের টাকার ব্যাপারে অনুরূপ আত্মসাৎ হওয়ার আশংকা বা অনিশ্চয়তার উদ্ভব হয়েছে।

তাই এজিবি অফিস থেকে যথারীতি প্রতি শিক্ষকের নামে প্রভিডেন্ট ফান্ডের একাউন্ট নম্বর না পাওয়া পর্যন্ত উক্ত ফান্ডের নামে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনের বিল থেকে টাকা কর্তন স্থগিত রাখার জন্যে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—শাহবুদ্দীন

সাধারণ সম্পাদক বন্দর থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।